17

দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 DEC 1992

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

জাতীয় গ্রন্থনীতি ও জাতীয় স্বার্থ

জাতীয় গ্রন্থ–নীতি এবং তা প্রণয়নের ব্যাপারটি অনেকের কাছেই তেমন স্পষ্ট নয়। কেউ–কেউ এমন প্রশ্নও করেন যে, জাতীয় গ্রন্থ–নীতির ব্যাপারটি কি, এবং এ–ধরনের একটি নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? শুধু ঘরোয়া বৈঠকে কিংবা আলোচনা–সভায়ই নয়, কোনো–কোনো সেমিনারেও এ–ধরনের প্রশ্ন তোলা এবং বক্তব্য পেশ করা হয়ে থাকে। লেখক–সাহিত্যিক–বুদ্ধিজীবী ও গ্রন্থকারদের মধ্যে অনেকে তো বটেই, এমনকি গ্রন্থ–জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, বইপত্র প্রকাশনা এবং বেচা–বিক্রি আর আমদানী রফতানীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অনেকেও একই ধরনের প্রশ্ন এবং বক্তব্য পেশ করে থাকেন। কিছুকাল আগে নারায়ণগঞ্জের একটি সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান 'সুধীজন পাঠাগার'–এর উদ্যোগে আয়োজিত 'জাতীয় গ্রন্থ-নীতি' বিষয়ক এক মনোজ্ঞ সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট কবি–সাহিত্যিক–সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী ও গ্রন্থ–জগতের এবং প্রকাশনা–প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মধ্যেও কেউ–কেউ আলোচনা–প্রসঙ্গে এমন প্রশ্নও তোলেন যে, কোনো 'জাতীয় গ্রন্থ–নীতি' প্রণয়নের আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি?

আলোচ্য সেমিনারেই এ–প্রশ্ন নিয়ে এবং জাতীয়–গ্রন্থনীতি প্রণয়নের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়, এবং সেমিনারে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ কবি–সাহিত্যিক–সাংবাদিক–বুদ্ধিজীবী ও গ্রন্থ–জগত আর প্রকাশনা–শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ব্যক্তিবর্গ এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, একটি জাতীয় গ্রন্থ–নীতি প্রণয়নের অপরিহার্য প্রয়োজন রয়েছে, আর তা অচিরেই প্রণীত ও ঘোষিত হওয়া দরকার। কেননা, একটি সুচিন্তিত ও সুপ্রণীত জাতীয় গ্রন্থ–নীতি শুধু দিক–দর্শন হিসাবেই কাজ করবে না, তা আমাদের জাতীয় সাহিত্যের এবং প্রকাশনা–শিল্পের উন্নয়নেও বিশেষভাবে সহায়ক হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের সাহিত্য এবং গ্রন্থাদি প্রণয়ন, প্রকাশনা বাজারজাতকরণ, আমদানী–রফতানী ইত্যাদির ইতিহাস দীর্ঘদিনের হলেও, এবং স্বাধীন–সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আগে থেকেই এসব ব্যাপার চলে আসলেও, দূর অতীতে তো নয়ই, এমনকি স্বাধীনতা অর্জনের পর গত একুশ বছরেও কোনো জাতীয় গ্রন্থ–নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা গভীরভাবে ভাবা হয়নি, এ ব্যাপারে তেমন কোনো উদ্যোগও নেয়া হয়নি। আমাদের জাতীয় সাহিত্য, শিল্প–সংস্কৃতি আর প্রকাশনা–শিল্পের উন্নয়নের ব্যাপারে অনেক সময় জোর দেয়া আর উদ্যোগ নেয়া হলেও, জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়ন ও ঘোষণার ব্যাপারটি অবহেলিতই রয়ে গেছে। হয়তো এ–কারণেই, সাহিত্য ও শিল্প–সংস্কৃতি, গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনা, বাজারতকরণ এবং আমদানী ও রফতানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ব্যক্তিরাও অনেকে জাতীয় গ্রন্থ–নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারটি সহজে উপলব্ধি করতে পারেন না।

আশার কথা, দেশে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেত্রীত্বে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, আমাদের জাতীয় শিল্প–সাহিত্য–সংস্কৃতির উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দেয়ার পাশাপাশি প্রকাশনা–শিল্পের উন্নয়ন–বিশেষত গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার মান বাড়ানোর এবং সে–সবের বাজার সম্প্রসারণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া স্বয়ং আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও শিল্প–সংস্কৃতির উন্নয়ন ও ব্যাপক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা ও স্বার্থের কথা গভীরভাবে অনুধাবন এবং বিবেচনা করেই একটি জাতীয় গ্রন্থ–নীতি প্রণয়নের ওপর জোর দেন। উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় গ্রন্থমেলা উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী একটি জাতীয় গ্রন্থ–নীতি প্রণয়নের ঘোষণা দেন। এই গ্রন্থ–নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয় সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওপর। বস্তুত, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উল্লেখিত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতেই জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়, এবং এ বিষয়ে ভাবনা–চিন্তা আর আলোচনারও সূত্রপাত হয়। কোনো জাতীয় গ্রন্থ–নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন আছে কিনা, সে–জিজ্ঞাসাও অনেকের মনে জাগে?

এ জিজ্ঞাসার আলোকে এবং জবাবেই বলা যেতে পারে যে, যে–কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতীয় স্বার্থ–সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি সুচিন্তিত নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয় এবং তা থাকেও। বস্তুত, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজ–সংস্কৃতি–যাই বলি না কেন, তারও দিক–দর্শন ও নীতি রয়েছে, আর তা জাতীয় উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং স্বার্থ ও জনকল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই। এ–সত্য তো অনস্বীকার্য যে, ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক–জীবন, সামাজিক জীবন, দৈশিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন–সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন নীতি ও দিক–দর্শনের। কেননা, সুচিন্তিত নীতিমালা ও দিক–দর্শন এবং তার অনুসরণ ছাড়া সুষ্ঠুভাবে জীবনের বিভিন্নক্ষেত্র পরিচালনা ও উন্নয়ন সাধন তো দূরের কথা, এর অভাবে জীবন লোঙরহীন, দিক–ভ্রান্ত এবং ছন্নছাড়াও হয়ে যেতে পারে। দেশ, জাতি এবং জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যেই আমাদের দেশ ও রাষ্ট্রপরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণ করতে হচ্ছে। আমাদের রয়েছে অর্থনৈতিক নীতিমালা, শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি, আমদানী–রফতানী নীতি, শিক্ষা–নীতি, পররাষ্ট্রনীতি, আভ্যন্তরীণ নীতি, শিল্প–সংস্কৃতির নীতি, সাংবাদিক নীতিমালা, বিভিন্ন প্রচার–মাধ্যমবিষয়ক নীতিমালা। বস্তুত, জাতীয় জীবন ও স্বার্থ–সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো না কোনো নীতি এবং নীতিমালা অবশ্যই রয়েছে। সে–সব নীতি ও নীতিমালা কতটা সুচিন্তিত ও সুষ্ঠু, সে–সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ অবশ্যই থাকতে পারে, বিশেষত আজকের গণতান্ত্রিক সমাজে ও পরিবেশে।

আমাদের জাতীয় স্বার্থে ও উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের শিল্প–সংস্কৃতির এবং বিশেষভাবে শিল্প–সংস্কৃতির এক প্রধান অঙ্গ সাহিত্যের প্রধানতম মাধ্যম ও বাহন গ্রন্থাদির বিষয়ে কোনো সুচিন্তিত এবং সুপ্রণীত জাতীয় নীতিমালা থাকবে না, এমনটি হতে পারে না, আর তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। আপাতদৃষ্টিতে এবং বিষয়টি গভীরভাবে তলিয়ে না দেখলে মনে হতে পারে যে, কবি–সাহিত্যিক–শিল্পী–বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য লেখকরা বিভিন্ন বিষয়ে বই–পত্র লিখবেন বা প্রণয়ন করবেন, প্রকাশকরা তা প্রকাশ করবেন, বাজারজাত করবেন, এবং চাহিদা থাকলে তা বিদেশেও রফতানী করবেন। সুতরাং এর জন্য জাতীয় গ্রন্থ–নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা কোথায়, আর এর সঙ্গে এ–ধরনের নীতির সম্পর্কই বা কি? এমনও প্রশ্ন হতে পারে যে, আমাদের পুস্তক প্রকাশক ও ব্যবসায়ী–বিক্রেতারা, গ্রন্থজগতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বইপত্রের আমদানী–রফতানীকারকরা প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের বইপত্র আমদানী, বাজারজাতকরণ ও বিক্রি করবেন, কিন্তু–এর জন্য গ্রন্থ–নীতির প্রয়োজন কি? খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবে দেখলে, এ প্রশ্ন খুবই সঙ্গত এবং যথার্থ বলেই মনে হবে।

কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায়। আর প্রশ্নটি হলো, আমাদের জাতীয় সত্তা, স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্ব, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, জাতীয় মেধা, প্রতিভা, মনন, ইতিহাস–ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ, দেশ ও সমাজ–সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশের অনুকূল নয়, বরং জাতীয়–স্বার্থের প্রতিকূল–এমন বইপত্র কি পাঠস্পৃহা ও রসতৃষ্ণা নিবারণ,

দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 DEC 1992

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

জ্ঞান–অর্জন এবং চিত্ত–বিনোদনের নামে প্রকাশিত হওয়া কিংবা বিদেশ থেকে আমদানী করা বাঞ্ছনীয়? সৃজনশীল লেখক এবং অন্যান্য ধরনের লেখকরাও স্বাধীনভাবে এবং নিজের গরজেই এবং চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতেও প্রধানত বই–পত্র লিখে থাকেন, এবং প্রকাশক ও ব্যবসায়ী–বিক্রেতারাও প্রধানত নিজের গরজে ও ব্যবসায়িক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই বইপত্র প্রকাশ, বাজারজাতকরণ ও আমদানী–রফতানী করে থাকেন। জাতীয়–গ্রন্থ–নীতি অবশ্যই লেখকদের বই–পত্র লেখার ও প্রকাশনার ব্যাপারে, বই–পত্র আমদানী–রফতানীর ক্ষেত্রে কোনো নির্দেশ দিতে পারে না, চিন্তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কাম্যও নয়। কিন্তু একটি সুচিন্তিত ও জাতীয় স্বার্থের অনুকূল জাতীয় গ্রন্থ–নীতি লেখক, প্রকাশক ও ব্যবসায়ী–বিক্রেতাদের অন্তত জাতীয় স্বার্থের বিষয়ে সচেতন করে তুলতে পারে, জাতীয় স্বার্থেই কি ধরনের বই–পত্র লেখা, প্রকাশনা, বাজারজাতকরণ এবং আমদানী–রফতানী বাঞ্ছনীয় হবে কিংবা হবে না, সে–বিষয়ে সচেতন করে তুলতে পারে, দিক–দর্শন আর দিক–নির্দেশও তুলে ধরতে পারে। কেননা, কোনো নীতিমালাই কোনো ব্যক্তির বা ব্যক্তি–বিশেষের একক চিন্তা–ভাবনার ফল নয়, তা সমষ্টিরই চিন্তা–ভাবনার ফসল, এবং জাতীয় প্রয়োজন আর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই তা প্রণীত হয়ে থাকে। সুতরাং, জাতীয় গ্রন্থ–নীতির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

যে–কোনো গ্রন্থের প্রকাশনার এবং বাজারজাতকরণের ব্যাপারটি শুধু গ্রন্থের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর নিরিখেই বিচার্য নয়, গ্রন্থের প্রকাশনার মান, এবং মুদ্রণ–সৌন্দর্য, এবং সৌকর্যের দিক থেকেও বিচার্য। জাতীয় গ্রন্থ–নীতির সঙ্গেও, অনেকটা পরোক্ষভাবে হলেও, সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে, ব্যাপারটি মুদ্রণ–শিল্প, প্রকাশনা–শিল্প ইত্যাদির সঙ্গেই অধিকতর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবুও, জাতীয় গ্রন্থ–নীতিতেও বই–পত্রের প্রকাশনার মান, প্রকাশনা–সৌকর্য ইত্যাদির ব্যাপারে নির্ধারিত নীতিমালা ও দিক–দর্শন থাকতে পারে। কেননা, গ্রন্থের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর ব্যাপারে যেমন উন্নতমান, আধুনিকতা, জাতীয় চাহিদা এবং দেশীয় ও জাতীয় ঐতিহ্য, মূল্যবোধ আর স্বার্থ বিশেষ বিচার্য বিষয়, তেমনি গ্রন্থের প্রকাশনার মান আর সৌকর্যের ক্ষেত্রেও। এ–আলোচনার একস্থানে যেমন বলেছি যে, গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার ব্যাপারে জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়, জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কোনো কিছুই প্রশ্রয় পাওয়া উচিত নয়। মানবতা–বিরোধী এবং অসুন্দর ও অকল্যাণকর ব্যাপার তো কিছুতেই নয়। গ্রন্থের প্রকাশনার মান–বিশেষতঃ প্রচ্ছদচিত্র এবং আভ্যন্তরীণ রূপ সজ্জার বিষয়ে উন্নতমান, রুচিশীলতা জাতীয় ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের বিষয়টি বিশেষভাবে মনে রাখা বাঞ্ছনীয়।

অনস্বীকার্য যে, বই–পত্র শুধু সৃজনশীল, চিন্তাশীল এবং অন্যান্য ধরনের লেখক–বুদ্ধিজীবীদের আবেগ–অনুভূতি, স্বপ্ন–কল্পনা, চিন্তা–ভাবনা আর মননশীলতার ফসলই নয়, পাঠকের পাঠস্পৃহা এবং পিপাসা মিটানোর, জ্ঞান–অর্জনের, চিন্তা–ভাবনার এবং চিত্ত–বিনোদন ও রস–তৃষ্ণা নিবারণের মাধ্যম আর অবলম্বনও। জাতীয় মেধা, প্রতিভা এবং মূল্যবোধের বিকাশেও তা সহায়ক। মানবসম্পদের উন্নয়নেও। বই–পত্র জীবন জগৎ, দেশ ও সমাজ এবং ইতিহাস–ঐতিহ্যের সঙ্গেও পরিচিত করে তোলে, গভীরভাবে জানতে শেখায়। কোনো দেশে লিখিত ও প্রকাশিত বইপত্র শুধু সে–দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে এবং জনসমাজেই সীমাবদ্ধ থাকে না, অন্যদেশে এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও রফতানীর মাধ্যমে ছড়িয়ে যায়, সরাসরি কিংবা অনুবাদের মাধ্যমে প্রসার ও প্রচার লাভ করে, ভিনদেশী পাঠকেরও সঙ্গী নয়। এদিক থেকে দেখতে গেলে, বইপত্র নিছক ব্যক্তির বা সমষ্টির সম্পদ নয়, ব্যাপক অর্থে জাতীয় সম্পদও বটে। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক সম্পদও। প্রকৃতপক্ষে, বইপত্র সংশ্লিষ্ট দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় এবং যোগাযোগ ও চিন্তা–ভাবনার আদান–প্রদানের ক্ষেত্রে মুদ্রিত মাধ্যম বা দূতের প্রতীক। এমন গুরুত্বপূর্ণ যে গ্রন্থাদি ও বই–পত্র তার ব্যাপারে কোনো জাতীয় নীতিমালা তথা গ্রন্থ–নীতি থাকবে না, এমনটি ভাবা কোনো যৌক্তিক ব্যাপার হতে পারে না।

জাতীয় গ্রন্থ–নীতি প্রণয়ন প্রসঙ্গে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক জাহানারা বেগম বলেছেন যে, সরকার শীঘ্রই একটি ব্যাপক জাতীয় গ্রন্থ–নীতি ঘোষণা করবে। গ্রন্থ–নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় কমিটি এ মাসের মধ্যেই তাদের রিপোর্ট পেশ করবে। গত বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদ ভবনে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১০ম বৈঠকে এ–তথ্য প্রকাশ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন যে, বর্তমান সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং এই লক্ষ্য অর্জনে গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, গ্রন্থ-নীতিগ্রন্থপ্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত সকলের অধিকার এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে। তিনি জানান, শিশু–কিশোর এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী বই প্রকাশনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। তিনি বলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে সহজবোধ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হবে। কমিটির সদস্যরা আমদানী–রফতানীর মধ্যে ভারসাম্য আনয়নের মাধ্যমে দেশীয় প্রকাশনা শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের ওপর জোর দেন।

জাতীয় গ্রন্থ–নীতি ঘোষিত ও প্রকাশিত হওয়ার পরই এর অন্তর্গত নীতিমালা সম্পর্কে যথার্থরূপে অবহিত হওয়া যাবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাতেরও অবকাশ হবে। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী সংক্ষেপে যে রূপরেখা দিয়েছেন, তাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিকের মধ্যে একট বড় দিক হলো দেশীয় প্রকাশনা–শিল্পের স্বার্থে বই–পত্রের আমদানী–রফতানীর মধ্যে ভারসাম্য আনয়নের ব্যাপারটি। বস্তুত, শুধু আমাদের দেশীয় প্রকাশনা–শিল্পের স্বার্থেই নয়, জাতীয় সাহিত্য–শিল্প আর সংস্কৃতির স্বার্থেও অনাবশ্যক বই–পত্রের আমদানী কমানো এবং এদেশীয় বই–পত্রের রফতানী বাড়ানো দরকার। অন্ততঃ এ–ক্ষেত্রে ভারসাম্যশীলতার প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। নির্বিচারে বিদেশী বই আমদানী করা হবে, চোরাপথে ও অবৈধভাবে আনা বিদেশী বিশেষত প্রতিবেশি দেশের বইপত্রে আমাদের বাজার সয়লাব হয়ে থাকবে, দেশীয় প্রকাশনা–শিল্প ও বইপত্র বাজারে মার খাবে–এমনটি কাম্য হতে পারে না। ভারতের এবং বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের কোটি কোটি টাকার বই আমাদের দেশে এলেও, এখানকার বই–পত্র অতিসমান্যই সে–দেশে যায়। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধের স্বার্থেও এ–ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, ইতিহাস–ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ আর সামগ্রিক স্বার্থবিরোধী বইপত্র আমদানী করার কিংবা আসতে দেয়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, আমরা চিন্তা–ভাবনা এবং শিল্প–সাহিত্য–সংস্কৃতির বিনিময় ও আদান–প্রদানে বিশ্বাসী, কিন্তু আগ্রাসী এবং আমাদের জাতীয় সত্তা, স্বাতন্ত্র্য আর অস্তিত্বের পক্ষে ক্ষতিকর কোনো–কিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই।

—নাগরিক